সপ্তম অধ্যায়

মত প্রকাশ করি, ভিন্নমত বিবেচনা করি

Donate Us
01916973743
bkash/Nagad

নমুনা

সালমা ম্যাডাম ক্লাসে ঢুকে বোর্ডে লিখলেন: 'মুখস্থবিদ্যা ভালো নয়।' তা দেখে সিয়াম বলল, 'ম্যাডাম, আমরা তো ছোটোবেলায় নামতা মুখস্থ করেছি। নামতা মুখস্থ থাকলে হিসাব করতে সুবিধা হয়। তাহলে মুখস্থবিদ্যা ভালো নয়—এটা কি বলা যায়?' ম্যাডাম হেসে বললেন, 'আজ আমরা এটা নিয়েই মত প্রকাশ করব। একইসঙ্গে অন্যের মতের সমালোচনাও করব।'

সালমা ম্যাডাম প্রথমে সিয়ামকেই মত প্রকাশের সুযোগ দিলেন। সিয়াম বলল, 'আমার কাছে মনে হয়, মুখস্থবিদ্যা ভালো। আমরা ছোটোবেলায় নামতা মুখস্থ করেছি। এর দরুন অঙ্ক করতে সুবিধা হয়। আবার আমরা সুন্দর সুন্দর ছড়া মুখস্থ করেছি। সেসব ছড়া আমাদের উচ্চারণ ঠিক করতে সাহায্য করেছে। তাছাড়া কোনো কিছুর ইতিহাস বলতে গেলে সাল-তারিখ মুখস্থ রাখতেই হয়।'

সিয়ামের বলা শেষ হলে পারুল বলল, 'ম্যাডাম, সিয়ামের কথা ঠিক নয়। সবকিছুতেই ওর পণ্ডিতি ভাব! যেমন, সে নামতার কথা বলল; অথচ নামতা মুখস্থ না থাকলেও চলে। ক্যালকুলেটর দিয়েই তা সম্ভব। আর সুন্দর উচ্চারণের জন্য ছড়া মুখস্থ করতে হবে কেন? কিংবা সাল-তারিখটাই ইতিহাসের মূল কথা নয়। তাই মুখস্থকে আমাদের ঘৃণা করা উচিত।' তারপর ম্যাডামের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি ঠিক বলেছি না, ম্যাডাম?'

সালমা ম্যাডাম পারুলের কথা শুনে একটু মুচকি হাসলেন। বললেন, 'আমি একটু পরে কথা বলতে চাই। তার আগে আর কেউ কিছু বলতে চাও কি না। বোর্ডে লেখা বিষয়টির ওপর সিয়াম ও পারুল মত প্রকাশ করেছে। পারুল অবশ্য সিয়ামের কথার সাথে দ্বিমত প্রকাশ করেছে এবং তার সমালোচনাও করেছে।'

তিসা দাঁড়িয়ে বলল, 'সিয়ামের কথায় যুক্তি আছে, সেটা মানতেই হয়। তবে আমার মনে হয়, মুখস্থবিদ্যা আমাদের ক্ষতি করে। আমরা কবি-লেখকদের জন্ম-মৃত্যু সাল কিংবা জন্মস্থান মুখস্থ করি। তাঁদের লেখা বইয়ের নামও মুখস্থ করি। কিন্তু এসব তথ্য মুখস্থ রাখার প্রয়োজন নেই। ইন্টারনেট বা অন্য মাধ্যম থেকে এগুলো দরকার হলে দেখে নেওয়া যায়।'

ম্যাডাম বললেন, 'আমি একটি বিষয় উপস্থাপন করেছিলাম। তা নিয়ে তোমরা আলোচনা করলে। প্রথমে এই বিষয়ের উপর সিয়াম মত প্রকাশ করল। এরপর সিয়ামের মতের পরিপ্রেক্ষিতে পারুল আর তিসা কিছুটা ভিন্নমত প্রকাশ করল। এই পর্যায়ে তোমাদের কেউ নিজেদের মতে কোনো পরিবর্তন আনতে চাও কি না কিংবা নতুন কিছু যোগ করতে চাও কি না?'

সিয়াম বলল, 'ম্যাডাম, আমি আমার মতে কিছুটা পরিবর্তন আনতে চাই। আমি এখনো মনে করি—মুখস্থবিদ্যার প্রয়োজন আছে। তবে সবক্ষেত্রে মুখস্থবিদ্যা ভালো নয়।'

সালমা ম্যাডাম বললেন, 'কোনো বিষয়ে ভিন্নমত থাকা স্বাভাবিক। তবে, ভিন্নমতকেও সম্মান করতে হয়। কাউকে সমালোচনা করার সময়ে কটাক্ষ করা ঠিক নয়। তথ্য ও যুক্তির ভিত্তিতে নিজের ভিন্নমত বিনয়ের সঙ্গে উপস্থাপন করতে হয়।'

৭.১ মত প্রকাশের ধরন বিশ্লেষণ করি

উপরের কথোপকথনের ভিত্তিতে নিচের প্রশ্নগুলো সম্পর্কে তোমার মতামত লেখো। লেখা শেষ হলে কয়েকজন সহপাঠীর সাথে তোমার উত্তর মিলিয়ে দেখো এবং প্রয়োজনে সংশোধন করো।

ক. মত প্রকাশের সময়ে সিয়াম কী কী যুক্তি ও তথ্য ব্যবহার করেছে?

উত্তর: সিয়াম মুখস্থ-বিদ্যার পক্ষে মত প্রকাশ করেছে। মত প্রকাশকালে সে নিম্নলিখিত যুক্তি ও তথ্যগুলো ব্যবহার করেছে:
নামতা মুখস্থ করার ফলে হিসাব বা অংক করতে সুবিধা হয়েছে।
সুন্দর সুন্দর মুখস্থ করা ছড়াগুলো আমাদের উচ্চারণকে সঠিক হতে সাহায্য করেছে।
দিন-তারিখ মুখস্থ করার ফলে ইতিহাসের ঘটনাগুলো সঠিকভাবে বলতে পারছি।

খ. ভিন্নমত প্রকাশের সময়ে পারুল ও তিসা কোন ধরনের যুক্তি ও তথ্য ব্যবহার করেছে?

পারুলের যুক্তি ও তথ্য- নামতা মুখস্থ না থাকলেও চলে, ক্যালকুলেটর দিয়েই অঙ্ক করা সম্ভব; উচ্চারণ ঠিক করতে ছড়া মুখস্থ করতে হয় না, সাল-তারিখ ইতিহাসের মূলকথা নয়। তিসার তথ্য ও যুক্তি:- কবি-লেখকদের জন্ম-মৃত্যু সাল, জন্মস্থান মুখস্থের প্রয়োজন নেই; এগুলো ইন্টারনেট বা অন্য মাধ্যম থেকেই জানা যায়।

গ. সিয়ামকে সমালোচনার সময়ে পারুলের কোন শব্দপ্রয়োগ যথাযথ হয়নি? পারুল কীভাবে বললে ভালো হতো?

সিয়ামকে সমালোচনার সময় পারুলের পণ্ডিতি ভাব শব্দপ্রয়োগটি যথাযথ হয়নি। সে সিয়ামকে কটাক্ষ করেছে। সে সিয়ামের কথা ঠিক নয়! সবকিছুতেই ওর পণ্ডিতি ভাব! না বলে যদি বলত, সিয়ামের কাছে মুখস্থ বিদ্যা ভালো মনে হলেও আমার কাছে তা ভালো মনে হয় না তাহলে ভালো হতো।

ঘ. সিয়ামের মত পরিবর্তনের ব্যাপারটি কতটুকু ঠিক হয়েছে?

সিয়ামের মত পরিবর্তনের ব্যাপারটি যথাযথ । সে তার সিদ্ধান্তে অনড় না থেকে ভিন্নমত বিবেচনায় নিয়ে, ভিন্নমতের যুক্তি-তথ্যকে বিবেচনা করে মতকে সংশোধন করে নিয়েছে।

ঙ. পরিবারের সদস্য, কিংবা বিদ্যালয়ের সহপাঠী ও শিক্ষকদের সঙ্গে তুমি সাধারণত কীভাবে নিজের মত প্রকাশ করো? যখন ভিন্নমত থাকে, তখন সেটি কীভাবে প্রকাশ করো?

উত্তর: পরিবারের সদস্য, বিদ্যালয়ের সহপাঠী ও শিক্ষকদের সাথে মত প্রকাশের ক্ষেত্রে আমি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে যুক্তি বজায় রেখে নিজের মত প্রকাশ করার চেষ্টা করি।

ভিন্নমত প্রকাশের ক্ষেত্রেও একই পদ্ধতি অবলম্বন করি। খেয়াল রাখার চেষ্টা করি কারো মতকে যেন অসম্মান করা না হয়। ব্যক্তিগত আক্রমণ বা কটাক্ষ নয়, সম্মানসূচক ভাষায় যুক্তিকে প্রাধান্য দিয়ে আমি মত প্রকাশ করি।

মত প্রকাশ ও ভিন্নমত বিবেচনা

কোনো ধারণা উপস্থাপন করাকে মত প্রকাশ বলে। আর কোনো মতের বিপরীতে কোনো বক্তব্য থাকলে তাকে ভিন্নমত বলে।

মত প্রকাশ: সাধারণত নিজের ভাষায় মত প্রকাশ করতে হয়। মৌখিকভাবে বা লিখিতভাবে মত প্রকাশ করা যায়। এর উদ্দেশ্য কোনো ধারণাকে অন্যের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া।

কোনো কিছু নিয়ে মত প্রকাশের আগে কে, কী, কারা, কেন, কোথায়, কীভাবে, কবে, কখন ইত্যাদি প্রশ্নের জবাব অনুসন্ধান করতে পারো। যেমন, 'মুখস্থবিদ্যা' সম্পর্কে মত প্রকাশ করার আগে এভাবে ভাবতে পারো: মুখস্থবিদ্যা বলতে কী বোঝায়? মুখস্থ কারা করে? কেন করে? কোথায় কোথায় মুখস্থ করার প্রয়োজন হয়? মুখস্থবিদ্যার দরকারি দিক আছে কি না? মুখস্থের খারাপ কোনো দিক আছে কি না? এভাবে প্রশ্ন করার ফলে বিষয়টি নানা দিক থেকে বোঝা সম্ভব হয়।

মত প্রকাশের আগে আরো কিছু বিষয় মনে রাখা যায়—

- মত প্রকাশের আগে বিষয়টি ভালো করে ভেবে নিতে হয়। বক্তব্য জোরালো করতে যুক্তি ও উদাহরণ যোগ করতে হয়।
- প্রয়োজনে অন্যের সঙ্গে আলাপ করে নেওয়া যায়। বিশেষ করে এমন কারো সঙ্গে যিনি ঐ বিষয়টি সম্পর্কে ভালো জানেন।
- তথ্য যাচাই করার জন্য বইপত্র বা অনলাইনের সাহায্য নেওয়া যায়। কোনো তথ্য বা কথা যাচাই না করে আলোচনায় ব্যবহার করা ঠিক নয়।
- মত প্রকাশের সুবিধার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো কাগজে টুকে রাখা যায়, যাতে আনুষ্ঠানিকভাবে মত প্রকাশের সময়ে তা কাজে লাগে।

ভিন্নমত প্রকাশ: কারো মতের বিপরীতে ভিন্নমত তৈরি হওয়া স্বাভাবিক। কারো মতের সঙ্গে একমত না হলে তা প্রকাশের ক্ষেত্রে কিছু বিষয় বিবেচনায় রাখা যায়—

- ভিন্নমত প্রকাশ করার সময়ে ভাষা ব্যবহারে বিনয়ী থাকতে হয়।
- প্রয়োজনীয় যুক্তি ও তথ্য উপস্থাপনের মাধ্যমে ভিন্নমত তুলে ধরতে হয়।

ভিন্নমত বিবেচনা: এক পক্ষের মত প্রকাশ ও অন্য পক্ষের ভিন্নমত প্রকাশের মধ্য দিয়ে কোনো বিষয়ের ধারণা অধিক স্পষ্ট হয়। ভিন্নমত অনেক সময়ে মতকে শক্তিশালী করে। ভিন্নমত বিবেচনায় নিয়ে প্রয়োজনে নিজের মত সংশোধন করা যায়। এর মাধ্যমে মত প্রকাশের উদ্দেশ্যও পূর্ণতা পায়।

৭.২ কোনো বিষয়ে পক্ষে-বিপক্ষে মত প্রকাশ করি

কিছু কিছু বিষয় থাকে যেগুলোর পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি দাঁড় করানো যায়। নিচে এমন কিছু বিষয় দেওয়া হলো। এর পক্ষে ও বিপক্ষে তুমি যুক্তি তুলে ধরো এবং পরে নিজের সিদ্ধান্ত উল্লেখ করো। কাজ শেষ করে সহপাঠীর সাথে আলোচনা করো এবং প্রয়োজনে সংশোধন করো।

বিষয় ১: দোকানে যেসব পশু-পাখি বিক্রি করে সেগুলো কিনে এনে বাসায় পোষা ঠিক নয়।

পক্ষের মত

পশুপাখি মুক্তভাবে বিচরণ করে। কবি বলেছেন, বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে। 'পশুপাখিদের বাসায় এনে পুষলেও তাদের সেই বনের পরিবেশ দেওয়া যায় না। তাই তাদের কিনে এনে পোষা ঠিক নয়।

বিপক্ষের মত

যেসব পশু-পাখি কিনে বাসায় পোষা হয় সেগুলোর যত্ন-আত্তি বেশ ভালো হয় এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে মুক্ত থাকে। বর্তমানে অনেক চিকিৎসা কেন্দ্র রয়েছে যেখানে পোষা প্রাণীর চিকিৎসা করা হয়।

সিদ্ধান্ত

আমার মতে পশু-পাখি এসব যেহেতু প্রকৃতি প্রদত্ত সেহেতু এদেরকে প্রকৃতির নিয়মে চলার সুযোগ করে দিতে হবে। এদের স্বাভাবিক জীবন চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করা যাবে না।

বিষয় ২: কাউকে উপহার দিতে হলে কোনো উপকরণ না দিয়ে টাকা দেওয়াটা ভালো।

পক্ষের মত

অনেক সময় কাউকে উপহার হিসেবে কোনো উপকরণ দিলে তার কাছে উপকরণটি ভালো লাগবে না কি খারাপ লাগবে তা বোঝা যায় না। তাই টাকা দিলে সে তার মনমতো যা ইচ্ছা কিনে নিতে পারে।

বিপক্ষের মত

টাকাটা বড়ো কিছু নয়। কেউ একজন কিছু কিনে দিলো, এর মানে সে আলাদা করে ভাবল বা গুরত্ব দিলো সেটা বোঝা যায়। কিন্তু টাকা দিলে দায়িত্বহীন আচরণের মতো মনে হয়।

সিদ্ধান্ত

যার পছন্দ-অপছনন্দ সম্পর্কে জানা আছে তাকে উপকরণ দেওয়া যেতে পারে। আর যার পছন্দ-অপছন্দ সম্পর্কে জানা নেই; কিংবা যে টাকা নিয়ে নষ্ট করবে না তাকে টাকা দেওয়া যেতে পারে।

বিষয় ৩: কম্পিউটারের যুগে সুন্দর হাতের-লেখার প্রয়োজন নেই।

পক্ষের মত

বর্তমানে কম্পিউটারের যুগে সুন্দর হাতের লেখা নিষ্প্রয়োজন। কোনো কিছু লেখার প্রয়োজন হলে আমরা কম্পিউটারের সাহায্যে টাইপ করে নিখুঁত ও স্পষ্টভাবে যেকোনো কিছু লিখে উপস্থাপন করতে পারি।

বিপক্ষের মত

যুগের যতই পরিবর্তন বা আধুনিকায়ন হোক না কেন সুন্দর হাতের লেখার বিকল্প নেই। একাডেমিক ক্ষেত্রে সুন্দর হাতের লেখা এখনও অনেক গুরুত্ব বহন করে। যেমন: পরীক্ষায় হাতের লেখা সুন্দর করা প্রয়োজন।

সিদ্ধান্ত

আমরা ছোট বেলা থেকে হাতের লেখা সুন্দর করার যথাসম্ভব চেষ্টা করবো। এর সাথে সাথে কম্পিউটারেও যেকোনো লেখা টাইপ করা শিখব।

বিষয় ৪: দীর্ঘদিনের প্রচলিত রীতিকে মেনে চলতে হয়।

পক্ষের মত

একটি সমাজ বা দেশের সংস্কৃতি তৈরি হয় সেখানকার দীর্ঘদিনের প্রচলিত রীতি-নীতির উপর ভিত্তি করে। তাই, সবার এসব রীতি-নীতি মেনে চলা উচিত।

বিপক্ষের মত

আধুনিক জীবন যাত্রায় দীর্ঘদিনের প্রচলিত রীতি মেনে চলা মানে পিছিয়ে থাকা। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারে জীবনে অনেক পরিবর্তন এসেছে। তাই প্রচলিত রীতি না মেনে আধুনিক পদ্ধতি মেনে অগ্রসর হতে হবে।

সিদ্ধান্ত

যাচাই-বাছাই করে যেসব দীর্ঘদিনের প্রচলিত রীতি আমাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সেগুলো মেনে চলতে হবে। আর যেগুলো বিজ্ঞান-নির্ভর আধুনিক জীবনযাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় সেগুলো বাতিল করতে হবে।

৭.৩ মত প্রকাশ করি ও ভিন্নমত বিবেচনায় নিই

কয়েকজন সহপাঠী মিলে একটি দল তৈরি করো। দলের সবাই মিলে এমন একটি বিষয় নির্ধারণ করো যা নিয়ে তোমরা পুরোপুরি একমত নও। বিষয়টি নিয়ে নিজেদের মত ও ভিন্নমতগুলো নিচের ছক অনুযায়ী 'আমার বাংলা খাতা'য় লেখো। আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে কারো মতের পরিবর্তন হলে তাও উল্লেখ করো।

বিষয়: অনলাইন কেনাকাটা	
মত: অনলাইন কেনাকাটা আমাদের জীবনযাত্রাকে সহজ করেছে।	ভিন্নমত: অনলাইন কেনাকাটায় অনেক বিড়ম্বনার শিকার হতে হয়।
মতের পিছনে যুক্তি: • শপিংমলে যেতে হয় না, সময় বাঁচে • সাশ্রয়ী মূল্যে পন্য পাওয়া যায়। • অনেক পন্য যাচাই করে নেওয়া যায়।	ভিন্নমতের পিছনে যুক্তি: • অনেক ক্ষেত্রে সঠিক সময়ে পণ্য ডেলিভারি পাওয়া যায় না। • অর্ডারকৃত পণ্য না পাঠিয়ে ভূল পণ্য পাঠানো হয়। • পণ্যের গুণগত মান অনেক সময়ে ঠিক থাকে না।
সিদ্ধান্ত/পরিবর্তিত মত কিছু পণ্যের প্রকৃত অবস্থা অনলাইনে বোঝা সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে আমরা দোকান বা শপিং মলে গিয়ে দেখে শুনে পণ্য ক্রয় করতে পারি।	সিদ্ধান্ত/পরিবর্তিত মত যদি যাচাই বাছাই করে ভালো প্লাটফর্ম থেকে পণ্য কিনতে পারে তাহলে অনলাইন কেনাকাটার নানাবিধ সুবিধা গ্রহণ করা সম্ভব।